২২-১২-১৬ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা - খুব ভোরে উঠেই, শিববাবাকে সুপ্রভাত জানাবে অবশ্যই। যত ভোরে সম্ভব ঘুম থেকে উঠেই শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়, কিন্তু কোনও দেহধারীকে অবশ্যই নয়।"

প্রশ্ন :- কি এমন চুক্তি যা এক ও একমাত্র বাবা ভিন্ন অন্য কেউ-ই তা পূর্ণ করতে পারে না ?

উত্তর :- এই দুনিয়াকে পবিত্র বানাবার চুক্তি, যা একমাত্র এই বাবাই করে থাকেন। এই ধরণের চুক্তি, অন্যেরা কেউ করতেই পারবে না। সন্ন্যাসীরা নিজেরা পবিত্র হয়ে এই দুনিয়াকে টিঁকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে মাত্র, কিন্তু সম্পূর্ণ দুনিয়াকে পবিত্র করার চুক্তি করার সামর্থ নেই তাদের। বাবা তাই বাচ্চাদেরকে পবিত্র পবিত্র হবার যুক্তি ও দিশা দেখান। বাচ্চারাও তাই এই এক বাবার স্মরণে থেকে ওঁনার সাথেই বুদ্ধিযোগের সেই সম্পর্ক স্থাপন করে।

গীত:- য়হ্ কৌন্ আজ আয়া সবেরে সবেরে .....)
(কে এলো আজ এই প্রভাত বেলায় .....?)

ওঁম্ শান্তি! ঈশ্বরীয় পিতা ওঁনার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদের সামনে বসে বোঝাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে যদি শিব ভগবান উবাচঃ বলা হয়, সেখানে মানুষের কথাও মনে আসতে পারে - যেহেতু শিব-নামধারী কত মানুষই আছে। তাই তো উঁনি এ ভাবে বলেন - রুহানী বাবা রুহানী বাচ্চাদেরকে আগে ভাগেই জানাচ্ছেন সুমন স্মরণের ভালবাসা। রীতি অনুসারে প্রভাতের শুরুতেই সুপ্রভাত জানানো উচিত। যেহেতু তোমরা পূর্বেই বাবার থেকে সুপ্রভাত শুনেছো। এই প্রভাত বেলায় কে এসে তোমাদের গুড্-মর্নিং জানাচ্ছেন ? এই বাবা-ই প্রভাতে এসে সবচেয়ে আগে তা জানান। বেহদের এই রীতি সীমাহীন সতেজ প্রভাত আর নিবিড় রাতের অবস্থা - যা কোনও মানুষের ধারণায় নেই। বাবার বাচ্চাদের মধ্যেও তা কেউ কেউ জেনে থাকে, অবশ্য তা পুরুষার্থের ক্রমিক অনুসারে। অনেকে যদিও বা বাবার বাচ্চা হয়, কিন্তু তারা খুব ভোরে উঠে বাবাকে স্মরণই করে না। আর খুব সকালে উঠে প্রথমেই বাবাকে স্মরণ করলে, খুব হাসি-খুশীতেই দিন কাটে। তবুও অনেক এমন বাচ্চা আছে, যারা একদম-ই সকাল সকাল ওঠেও না আর বাবাকে স্মরণও করে না। ভক্তি-মার্গেও ভক্তরা সকালে উঠে পূজা-অর্চনা করে, মালা জপ করে, মন্ত্র-পাঠ করে। এগুলি সব জাগতিক দুনিয়ার ভক্তি। এসবের ফলে আকার বা মূর্তি সামনে ভেসে ওঠে। যেমন যে শিবের পূজারী হবে, তার কোনও বিশেষ শিবলিঙ্গের কথা মনে পড়বে। এই পদ্ধতিটাই যে বড় ভুল। বাচ্চারা এখন তো তোমাদের নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করতে হবে আর প্রভাতে উঠেই বাবার সাথে বার্তালাপ করতে হবে। প্রথমেই বলতে হবে গুড় মর্নিং বাবা। কিন্তু বাবা ঠিকই বোঝেন, এই সব স্বভাব-সংস্কার সব বাচ্চাদের মধ্যে গড়ে ওঠেনি। *বাবা বলেন, "বাচ্চারা, তোমাদের মাথায় অর্দ্ধেক কল্পের বিকর্মের বোঝা রয়েছে, যার বিনাশই হচ্ছে না -- যেহেতু তোমরা স্মরণের যোগে থাকো না। কারও কারও তো পাপের বোঝা আরও বেড়ে যায়। যেমন ইঁদুর ফুঁ দিয়ে দিয়ে অবশ করে কামড়াতে থাকে, মায়াও তেমনি ইঁদুরের মতন তোমাদের কামড়াতে থাকে। মাথার চুল পর্যন্ত কেটে ফেললেও, তা টের পাওয়া যায় না।* যদিও কেউ কেউ নিজেকে খুব জ্ঞানী মনে করে, কিন্তু বাবা তাদের খুব ভালোই জানেন যে, স্মরণের যোগে তারা কত কাঁচা। তোমরা নিজেরাই নিজের অন্তরকে জিজ্ঞেস করো, কত ভোরে উঠে বাবাকে

স্মরণ করতে বসো তোমরা। যেখানে বেহদের বাবা স্বয়ং বেহদের ভোরে আসেন তোমাদের সাথে দেখা করতে। এই সময় তো সন্ন্যাসীরাও উঠে ব্রহ্মের স্মরণে বসে। কিন্তু মানুষ উঠেই তাদের বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনকে স্মরণ করতে থাকে। অবশ্য কোনও কোনও ভক্ত নিজের নিজের দেবতাদেরও স্মরণ করে থাকে। পাপাত্মারা পাপ-আত্মাদেরই তো গুড় মর্নিং করবে অথবা স্মরণ করবে। *স্মরণ করার উপযুক্ত সময় খুব ভোরবেলায়।* ভক্তিও তো করা হয় খুব ভোরবেলায়। কিন্তু ভগবানের প্রতি ভক্তি তো তারা করে না। যেহেতু ভগবানকে তারা জানেই না। যদিও তারা এও বলে থাকে যে, ভক্তির ফল দেন ভগবান। ওঁনাকে আবার গড় ফাদার (ঈশ্বরীয় পিতা) বলা হয়। এই আত্মারাই তা বলে - কিন্তু তারা কেউ-ই পরমাত্মাকে যথার্থ রূপে জানে না। *এখন যখন পরমাত্মা স্বয়ং এসে ওঁনার পরিচয় দিচ্ছেন, তবেই তো আমরা তা জানতে পারছি।* তা না হলে তো সবই, না তো এটা - না তো ওটা, অর্থাৎ তাঁকে জানতেই পারতাম না। *এই সময়েই পরমাত্মা এসে জানান উঁনি কে ?* বাচ্চাদের মধ্যে অনেকেই এমন আছে, বড় বড় মহারথীরা, যারা সেন্টারের দেখাশোনা করে, তারাও বাবাকে সম্পূর্ণ রূপে চেনে না। তারাও প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করতেও জানে না। খুব ভোরে উঠে, প্রেম-পূর্বক গুড় মর্নিং করা, জ্ঞানের চিন্তার মধ্যে থাকা, এটাও পর্যন্ত করে না। এই *স্মরণের যোগেই তো খুশীর পারদ চড়তে থাকে।* কিন্তু মায়া সেই খুশীর পারদ চড়তে দেয় না। *তোমরা যদি বাবার আদেশের অবজ্ঞা করো, মায়া তোমাদের বুদ্ধিযোগের অভ্যাসকে সম্পূর্ণ রূপে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেবে। তখন আবার বাইরের জগতের ফালতু আর বেকার কথাবার্তায় বুদ্ধি ব্যস্ত হয়ে পড়বে। যেহেতু স্বর্গের অধিকারী ও মালিক হওয়া কোনও সাধারণ কথা নয়।* কিন্তু প্রজা হওয়াটা অবশ্য অতি সামান্য ব্যাপার। এর পর হয়ত তোমরা দেখতে পাবে, ৩০/৪০ বছরের পুরানো বাচ্চারাও এতে ভঙ্গ দেবে। মায়ার ঝড়ে তারাও উড়ে যেতে পারে। তখন তো আর তারা সেই রাজ্য অধিকারীর পদ আর পেতে পারবে না। আগেই যদি তোমাদের পতন হয়, তখন আর রাজত্ব পাবে কি করে। বাবা কিন্তু এই রহস্যের উন্মোচন করেন না। মায়াও কেবল দেখতে থাকেন, যেহেতু অর্দ্ধেক কল্প তো মায়ার রাজত্ব থাকে। তাই সে ঐ সময় কালে ব্রহ্মা বাবার কাছে জিততে পারে। এছাড়া তখন তোমরা একেবারেই ভুলে থাকো শিববাবাকে। কখনও বা আবার কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্রহ্মাবাবার নাম ও রূপে ফেঁসে থাকো। তখনও তা হয় শিব-বাবাকে সেভাবে স্মরণ না করার জন্য। *যার মধ্যে ক্রোধ, কাম, লোভ, মোহের ভুত থাকবে, সে কি ভাবে একাগ্রতার সাথে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে।*সেসব কথা না বলাই ভালো কিভাবে তারা নাম-রূপের খপ্পরে পড়ে, দেহ-অভিমানে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। যেখানে শিববাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে এক ও একমাত্র প্রেমিককে স্মরণ করা উচিত। তবেই তো কর্মাতীত অবস্থায় আসা যায়। *মূল কথাটাই হল - স্মরণের যাত্রা।* আর এই পুরুষার্থেই যা কষ্ট। কিন্তু স্মরণ বিনা তো সতোপ্রধান হওয়া যায় না, না পাওয়া যায় কোনও উচ্চ-পদ। তা না হলে তো তোমাদের বুদ্ধিযোগ অন্যদিকে ঘুরে যাবে। কোনও কোনও বাচ্চা আবার খুব প্রেম সহযোগে তাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বাবাকে স্মরণ করে। বাবার সাথে গুড় মরনিং করে বলা উচিত, বাবা আমি কেবল আপনার স্মরণেই থাকবো। যেহেতু আমার মাথায় অনেক পাপের বোঝা আছে। যদি বাবার স্মরণে না থাকো তবে পাপের বোঝা কিভাবেই বা বিনাশ হবে। অর্দ্ধেক কল্প দেহ-অভিমানে থাকার ফলে, তা সহজে দূর হয় না। সত্যযুগে দেবতারা স্বর্গে সেখানে আত্ম-অভিমানী হয়ে থাকে। যদিও তখন তারা পরমাত্মাকে জানতে পারেন না। কিন্তু এই বোধটা অবশ্যই থাকে, আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে। রচয়িতাকেই যদি জেনে যায়, তার রচনাকে, বাবার ধন-দৌলত, সম্পত্তিকেও জানতে পারবে। কিন্তু তখন সেখানে সে জ্ঞান থাকে না। *বাবা বলেন, এই

জ্ঞান কেবল এই (সঙ্গম) সময় কালেই আমি তোমাদেরকে দিয়ে থাকি।* পরে ধীরে ধীরে এই জ্ঞান প্রায় লোপ হয়েই যায়। পরম্পরায় এই জ্ঞান চলতে থাকে না। এর পর তাদের না আত্মার না পরমাত্মার বিষয়ে কোনও জ্ঞান থাকে। এখন তো তোমরা জানতে পেরেছো, সব আত্মারাই কি পদ্ধতিতে তোমরা নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। সেই হিসাবে তোমরাই সব চাইতে ভালো পার্টধারী। এই সময়েই তোমরা সমগ্র বিশ্বকে নিজেদের রাজধানীতে পরিণত করো। তোমারাই সেই হিরো-হিরোইনের (নায়ক-নায়িকার) পার্টধারী। *মূল কথাই হলো স্মরণ করা।* বাবা বুঝতে পারেন, প্রদর্শনীতেও এমন অনেকে আছেন, যারা সেবার কার্য খুব মনোযোগ সহকারেই করে। কিন্তু স্মরণের যাত্রায় খুবই দুর্বল। যেহেতু তাদের এই বুদ্ধিটুকুও নেই যে, খুব ভোরে উঠে কিভাবে বাবাকে গুড় মরনিং করা উচিত। যদিও নানা বিষয়ের উপর তারা নানা প্রকারের চিন্তা-ভাবনাও করে থাকে। কিন্তু সেসব হলো সাধারণ বিষয়। বিষয়-বস্তু তো নিত্য নতুন ভেবে চিন্তে তা বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু~ *প্রধান কথা হলো, প্রেম-পূর্বক বাবাকে স্মরণ করা। তবেই তো পাপ কেটে যাবে ।*

বাবা জানেন, বাচ্চারা তোমাদের এই অবস্থা, এখনই হয়নি। বাবা সেই সব নাম প্রকাশ করতে চান না। কিন্তু বাবা যদি সেসব নাম প্রকাশ করেন তবে বর্তমানে যার এক পয়সা মূল্যের অবস্থা - তার মূল্য কমে গিয়ে পাই-পয়সার মতন মূল্যহীন হয়ে যাবে। এই জ্ঞানকে বোঝার মতন বুদ্ধির প্রয়োজন। এমন নয় যে, কেউ তোমাকে বললো, তোমার শরীরটা হলুদ হলুদ দেখাচ্ছে (জন্ডিস্ রোগের লক্ষ্যণ), হয়ত কোনও রোগ হয়েছে, যা শুনেই তোমার জ্বর এসে যাবে। এ রকম দুর্বল প্রকৃতির হওয়া চলবে না মোটেই। সাহসী হতেই হবে। সেবাধারী বাচ্চাদের মনোবল কখনও ভেঙ্গে যায় না। তারা সর্বপ্রকারের নেশা থেকে মুক্ত থাকে। যে যার নিজের কাজকর্ম করতে করতেই বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। *বাবার সাথে গুড় মর্নিং অবশ্যই করা উচিত।*এ যে অতি উচ্চ লক্ষ্যের। রাজ্যে-অধিকারীর পদ পেতে হলে, পুরুষার্থের পরিশ্রম তো করতেই হবে। কল্প পূর্বে যে যেই পদ পেয়েছিলো, আগামীতে ধীরে ধীরে তা তার মনে পড়তে থাকবে। কিছুই গোপন থাকে না। স্কুলে শিক্ষক যেমন ছাত্রদেরকে বুঝতে পারে, আর যখনকার যা - তা খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখে। পরে তারই হিসেব হয়। তার মধ্যে প্রধান বিষয় থাকে ভাষা। আর *এখানকার প্রধান বিষয় হল স্মরণ।* জ্ঞান তো তার তুলনায় অনেক সহজ। বাচ্চারাও তা বোঝাতে পারে। ধারণার ক্ষেত্রে অল্প বয়সেই বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হয়। বুড়ীরা তত সুন্দর ভাবে তা বোঝাতে পারে না। এই ক্ষেত্রেও বাবা কুমারীদের উচ্চ-মান দিয়ে থাকেন। কেবল মাত্র নাম-রূপের জালে জড়িয়ে পড়ে, বাঁদুরের মতন উল্টো হয়ে থাকলে তো বাঁদুরের মতন বোকা-ই হতে হবে। বর্তমান সময়ে জগতের সব মানুষ-ই বোকা পেঁচার মতন উল্টো ধারাতেই চলছে। আবার সোজা হয়ে সঠিক পথে আসতে পারলেই সে আল্লাহ্ বা ঈশ্বরীয় সন্তান হতে পারবে। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলাতেই, সব মানুষেরা উল্টোপথে অর্থাৎ নিম্ন-দিশায় যেতে শুরু করেছে। সন্ন্যাসীরা নিজেদেরকে পূজা করিয়ে থাকে। তা না হলে তো তারা প্রতিবাদই করতো, যখন তাদের উপর ফুল চড়ানো হচ্ছে। সবাই আজকাল সন্ন্যাসীদের গুরু বানিয়ে ফেলে। কিন্তু যারা (গৃহত্যাগী) সন্ন্যাসী গৃহস্থেরা আবার তাদের অনুগামী হয় কি প্রকারে। গৃহস্থরাও যদি (গৃহত্যাগী) সন্ন্যাসী হয়, কেবল তখনই তারা অনুগামী হতে পারে। কিন্তু তাদেরকে এইসব কেউ বুঝিয়ে উঠতেই পারবে না যে, তোমরা নিজেদেরকে অনুগামী বলো কোন যুক্তিতে। বাবাও কারওকে একথা বলেন না যে, তোমরা আমার অনুগামী। যদি কেউ পবিত্র বানাবার গ্যারান্টী দিতে পারে, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। অনেকেই পবিত্র হবার শর্তে প্রতিজ্ঞা-পত্র পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু যখন তারা পতনের ফলে মুখ কালো করে ফেলে, সেই লজ্জায় আর কিছু লিখতেই পারে

না। ফলে নিজেই নিজের কাছে অপরাধী- তা যে খুব বড় আঘাত। তারপর বাবার সাথে আর বুদ্ধিযোগ লাগতেই চায় না। যারা অপবিত্র পতিত -বাবা তাদের ঘৃণা করেন। *বাবা বলেন, যারা বিষের তুল্য কিছু খায়, তারা খুবই খারাপ প্রকৃতির হয়। পবিত্রতা পালন করা খুবই সুন্দর। তাই তো আমি এসে তোমাদেরকে পবিত্র বানাবার এই শর্তে চুক্তিবদ্ধ হই যে, আমি সেই পবিত্র-দুনিয়া বানিয়ে দেখাবো। কল্প কল্প ধরে এই চুক্তির জন্য আমাকেই তো তোমরা ডাকতে থাকো - হে পতিত পাবন আসো। যেহেতু এই ধরণের চুক্তির জন্য আমি ভিন্ন অন্য কেউ-ই যে আর নেই। তাই কেবল আমাকেই এই চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হয়। সেই অনুসারে আমিও এই দুনিয়াকে পবিত্র-পাবন বানিয়ে থাকি। প্রতি কল্পেই এসে এসে সেই চুক্তিকেই আবার কার্যকর করি।* অন্যদিকে সন্ন্যাসীদের জন্য যে চুক্তিপত্র হয়, তাতে তারা নিজেরা পবিত্র থেকে ভারতকে পবিত্র হতে সাহায্য করে। যেহেতু একদা এই ভারতই দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে পবিত্র ভূমি ছিল। যাকে স্বর্গ বলা হতো। ওখানে দেবতারা তখন সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী অবস্থায় থাকে। যাদের মহিমাগুলি আমরা কীর্ত্তন করে থাকি। এই ধরণের মহিমার কীর্ত্তন আর কোনও দেশেই নেই। চিত্রেও অন্য কোনও দেশের অবস্থান নেই। ভারতবাসীরাই সেই স্বর্গ-রাজ্যের মালিক ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণকেই দেবী-দেবতা বলা হয়। লোকেরা তাদের সেই পুরোনো চিত্রগুলিকে কিনেই কত আনন্দ পায়। অনেকেই দেবতা কৃষ্ণের চিত্র পেতে চায়। যেহেতু লোকেরা দেবতা কৃষ্ণকেই সবচাইতে বেশী পছন্দ করে *বাচ্চারা, তোমাদের এই একটাই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, আমাদের সতোপ্রধান হতেই হবে।* অন্যদিকে মায়াও তোমাদেরকে খুব হয়রান করতে থাকবে। নাম-রূপের ফাঁদে একদম ফাঁসিয়ে দেবার ফন্দি আঁটতে থাকে। মায়া তখনই এসব করে, যখন তোমরা শিববাবার স্মরণে থাকো না। তাই তো বাবা বার বার বোঝাতে থাকেন, সর্বদা এই কথাই ভাবতে থাকবে যে, শিববাবা স্বয়ং আমাকে এসব বোঝাচ্ছেন। এই ব্রহ্মা (বাবা) কিন্তু কিছুই বলেন না। তবুও কেন যে শিববাবাকে ভুলে গিয়ে নাম-রূপকেই স্মরণ করতে থাকো। এমনটা হলে তোমরা তবে আর কি পদই বা পেতে পারো। *প্রথম এবং প্রধান কথাই হলো, শ্রীমত অনুসারেই চলা উচিত।* তাই তো শিববাবা বলে থাকেন, (বিকারের) ভুতগুলিকে ভাগাও। দেহ-অভিমানকে দূর করো। যেহেতু আমি আত্মা তাই অতি মিষ্ট স্বভাবের হতে হবে। বাবা বলেন, দেহ সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকেই লাগাতর ভুলে থাকো আর আমাকে স্মরণ করতে থাকো। *হথ কার ডে - দিল য়ার ডে (সিন্ধী) = হাতে কাম-কাজ করতে থাকো, আর মনের মধ্যে প্রেমিক শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কর্ম+যোগ = কর্মযোগী হও।* আমিই (শিববাবা) যে তোমার সেই পুরোনো প্রেমিক। এভাবে আর কেউ-ই তোমাদের বোঝাতে আসবে না। একমাত্র এই বাবাই এই সময়ে এসে তোমাদেরকে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরীয় প্রেমী বনান। তাই তো এখন তোমাদের আত্মা জানতে পেরেছে, আত্মাদের প্রেমিক স্বয়ং শিববাবা (পরমাত্মা)। একমাত্র ওঁনার কাছ থেকেই স্বর্গ-রাজ্যের অধিকারী হবার আশীর্ব্বাদী-বর্সা পাওয়া যায়। খুব ভোর ভোরে উঠেই শিববাবাকে গুড় মরনিং কোরো। ওঁনাকে স্মরণ করতে থাকো। যত বেশী পরিমানে স্মরণ করতে পারবে, ততই বেশী পাপ ভষ্ম হতে থাকবে। দেহ-অভিমান দূর হতে থাকবে। এই প্রকারে অভ্যাস করতে করতেই স্থিত অবস্থায় চলে আসে। স্মরণের যোগে বসে থাকাকালীন কোনও গ্রাহক এলে, তা সামলেও স্মরণের খেয়াল থেকে বিচ্যুত হয়ো না। তখন তাকেও বলতে পারবে যে তুমি স্মরণের যোগে বসেছিলে। যার দ্বারা খুবই মজা পাওয়া যায়। গ্রাহককে তার জিনিষ পত্রও দেওয়া হল আবার স্মরণ করাও হলো। তারপর আবার বাবার স্মরণে বসে যাও। যেহেতু তোমাকে কর্মাতীত হবার পুরুষার্থ করতে হবে। বাবা এই ভাবে কত প্রকারের যুক্তিই তো বলে থাকেন। এ কথা তো জানাই আছে -এনার (ব্রহ্মা বাবার) কত প্রকারের

দ্বায়িত্ব-কর্তব্য আছে। তুলনায় তোমাদের হাতে অনেক বেশী সময় আছে, স্মরণের যোগে বসার। বাবা (ব্রহ্মা) ওঁনার নিজের উদাহরণ দিয়ে বোঝান, যখন উঁনি ভোজনের উদ্দেশ্যে বসেন, তখন শিববাবাকে স্মরণ করতে করতে দুজনে একসাথে সেই ভোজন স্বীকার করেন। তখন সেই সময়ে উঁনি নিজেকেই ভুলে থাকেন। সব চাইতে বেশী ঝঞ্ঝাট তো (ব্রহ্মা) বাবার কাঁধেই থাকে। শিববাবার সাথে অনেক বেশী প্রেম-ভালবাসা থাকা উচিত। মধ্য-রাত্রি ১২-টার পর এ এম (a.m.) (পরের দিন) শুরু হয়ে যায়। তাই *রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো। আবার খুব ভোরে উঠে স্মরণের যোগে বসো। ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই বাবাকে "গুড় মরনিং" করো। যেন অন্য কোনও দিকে মন না যায়।*বাবা তো প্রত্যেক বাচ্চাকেই তা বোঝেন। তোমার ভবিষ্যতের জন্য এ যে খুব বড় প্রাপ্তি। যে প্রাপ্তি কল্প-কল্পান্তর ধরে ফল দেয়। অতএব কোনও প্রকার বিকারের ভুত আসা উচিত নয়। ক্রোধের ভুত কম কিছু নয়। মোহও সম-পরিমানে খারাপ। তাই যতটা সম্ভব বাবার স্মরণে থেকে নিজেকে পবিত্র বানাতে থাকো। বাবা স্বয়ং যেমন জ্ঞানের সাগর, বাচ্চাদেরও তেমন হওয়া উচিত। অবশ্য সাগর তো মাত্র একজনকেই বলা যায়, বাকীরা সব তো নদী। ক্রোধ হলো দ্বিতীয় শত্রু। এর জন্যও অনেক ক্ষতি হয়। একে অপরকে জ্বালাতে থাকে। তেমনি লোভও একে অপরকে জ্বালিয়ে থাকে। আর মোহের ভুত তো মানুষকে সর্বনাশ করে দেয়। এই মোহের কারণেই শিববাবাকে স্মরণ করা থেকে ভুলিয়ে রেখে নিজের সন্তান-সন্ততির প্রতিই স্মরণের যোগ চলে যায়। কিন্তু নষ্টমোহা হতে পারলে তারা অডোল অবস্থায় থাকতে পারে। *আচ্ছা।*

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি তাদের মাতা-পিতা, বাপদাদার ক্রমিক পুরুষার্থের অনুসারে সুমন স্মরণের ভালবাসা আর গুড় মর্নিং । রুহানী বাবা ওনার রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার!

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ভালভাবে সেবা করার সাথে সাথে হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে মন দিয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। সকালে উঠেই খুব প্রেম-পূর্বক বাবাকে "গুড় মরনিং" করতে হবে। কর্ম করার সাথে সাথে স্মরণের অভ্যাসও করতে হবে।

২) কোনও দেহধারীর নাম-রূপে ফেঁসে থাকা চলবে না। সর্বক্ষণ জ্ঞানের চিন্তায় রাখতে হবে নিজেকে। ব্যর্থ কথা-বার্তার মধ্যে থাকা চলবে না।

বরদান :- নিজেদের মধ্যে একে অপরের বিশেষত্ব দেখা আর তা বর্ণন করার ক্ষমতা সম্পন্ন হোলী-হংস হও।

সঙ্গমযুগে জ্ঞানের প্রভাবে প্রত্যেক বাচ্চারই কোনও না কোনও বিশেষ গুণের প্রাপ্তি অবশ্যই ঘটে। এই কারণেই হোলী-হংস হয়ে, প্রত্যেকেরই বিশেষত্বকে দেখ আর তার বর্ণন করো। যখন তাদের কোনও দুর্বলতা দেখবে বা শুনবে, তখন ভাবতে হবে সেই দুর্বলতা তার নয় - আমার। কেননা আমরা সবাই একই বাবার সন্তান, একই পরিবার ভুক্ত, একই মালার এক একটি দানা। যেমন কেউ তার

নিজের দুর্বলতাকে প্রকাশ করতে চায় না, সেই প্রকার অন্যের দুর্বলতাকেও বর্ণন করা উচিত নয়। হোলী-হংস মানে যে অপরের বিশেষত্বকে গ্রহণ করা আর তার দুর্বলতাকে দূর করা।

স্লোগান :- সময়কে বাঁচিয়ে তীব্র পুরুষার্থী হয় যে, সে সদা বিজয়ী হয়।